এলেন কিনোটস অফ মেটিরিয়া মেডিকা

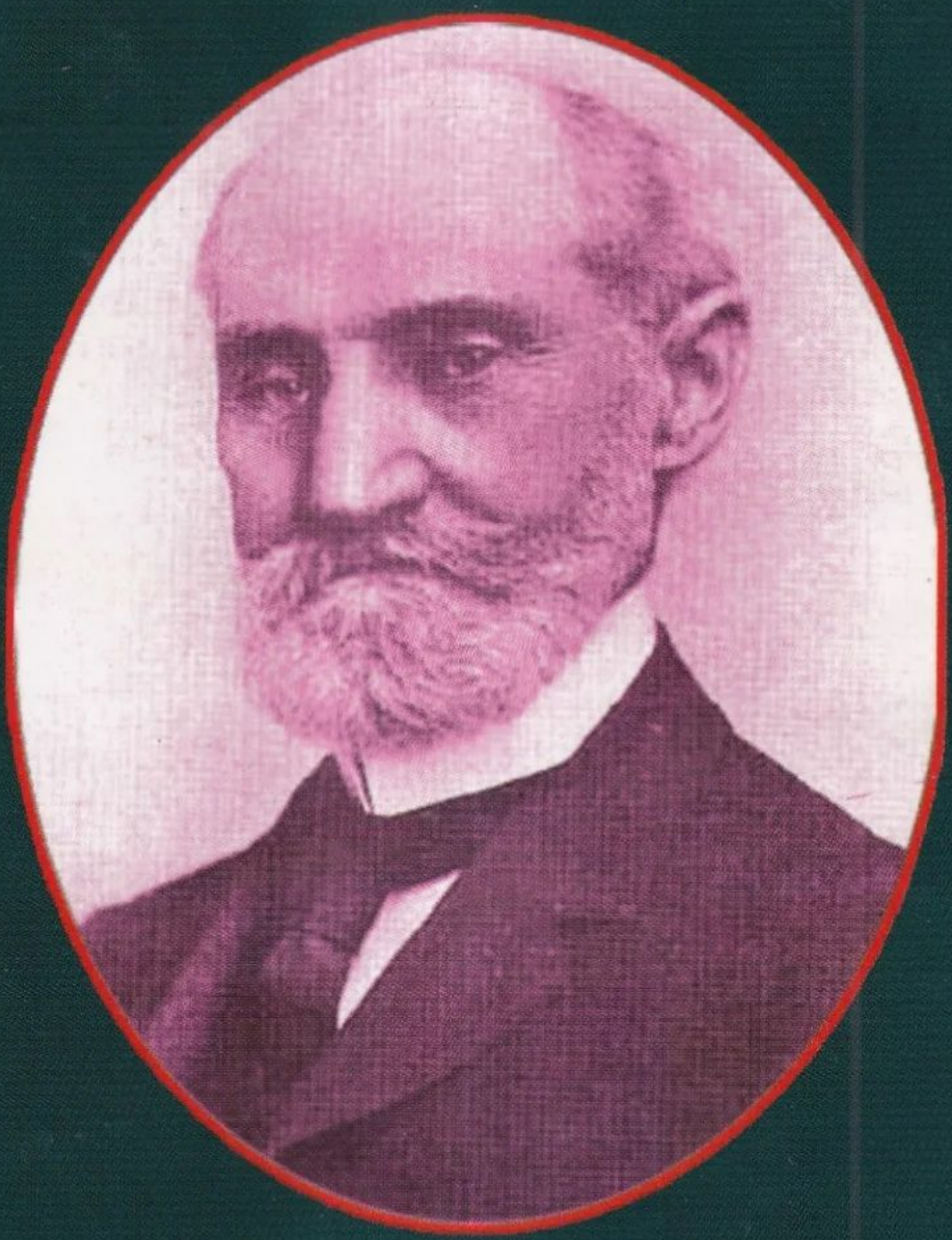

ডাঃ টি. কে. সরকার

সূচীপত্র

ঔষধের নাম	পৃঃ	ঔষধের নাম	পৃঃ
এ্যাব্রোটেনাম—	১৩	ব্যাপটিসিয়া টিংটোরিয়া—	৫৪
এসেটিক এসিড—	১৩	ব্যারাইটা কার্বনিকা—	৫৬
একোনিটাম্ নেপেলাস—	১৫	বেলেডোনা—	৫৭
একটিয়া রেসিমোসা—	১৭	বেঞ্জয়িক এ্যাসিড—	৫৯
এস্কিউলাস হিপ্পোক্যাষ্টানাম্—	১৮	বার্বেরিস ভালগেরিস—	৬০
ইথুজা—	১৯	বিসমাথ—	৬১
এগারিকাস মাস্কেরিয়াস—	২০	বোরাক্স—	৬২
এগনাস ক্যাষ্টাস—	২২	বোভিষ্টা—	৬৪
এলিয়াম সেপা—	২২	ব্রোমিয়াম—	৬৫
এলো সকোট্রিনা—	২৪	ব্রায়োনিয়া—	৬৭
এলুমিনা—	২৫	ক্যাকটাস গ্রান্ডিফ্লোরাস—	৬৯
এম্ব্রাগ্রিজিয়া—	২৭	ক্যালেডিয়াম—	৭০
এমন কার্ব—	২৮	ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকা—	৭১
এমন মিউর—	২৯	ক্যালকেরিয়া অষ্ট্রি—	৭২
এমিল নাইট্রোসাম—	৩০	ক্যালকেরিয়া ফসফোরিকা—	৭৪
এনাকার্ডিয়াম ওরিয়েন্টেল—	৩১	ক্যালেন্ডুলা—	৭৬
এন্থ্রাসিনাম—	৩৩	ক্যাম্ফোরা—	৭৭
এন্টিম ক্রুড—	৩৫	ক্যানাবিস ইন্ডিকা—	৭৮
এন্টিম টার্ট—	৩৬	ক্যানাবিস স্যাটিভা—	৭৯
এপিস মেলিফিকা—	৩৮	ক্যান্থারাইডিস—	৭৯
এপোসাইনাম ক্যানাবিনাম—	৩৯	ক্যাপসিকাম—	৮০
আর্জেন্টাম মেটালিকাম—	৪১	কার্বো-এনিমেলিস—	৮২
আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম—	৪২	কার্বো-ভেজিট্যাবিলিস—	৮৩
আর্নিকা মন্টানা—	৪৪	কার্বলিক এ্যাসিড—	৮৫
আর্সেনিকাম এল্‌বাম—	৪৭	কলোফাইলাম—	৮৬
অরাম ট্রিফাইলাম—	৪৯	কষ্টিকাম—	৮৭
আসারাম ইউরোপিয়াম—	৫০	ক্যামোমিলা—	৮৯
এষ্টেরিয়াস্ রুবেনস্—	৫১	চেলিডোনিয়াম মাজুস—	৯১
অরাম মেটালিকাম—	৫২	সাইকুটা ভিরোসা—	৯২

ঔষধের নাম	পৃঃ	ঔষধের নাম	পৃঃ
সিনা—	৯৩	হায়োসায়ামাস নাইজার—	১৩৭
সিঙ্কোনা বা চায়না—	৯৫	হাইপেরিকাম পারফোরেটাম—	১৩৮
কোকা—	৯৭	ইগ্নেসিয়া—	১৩৯
কক্কুলাস—	৯৭	আয়োডাম—	১৪২
কফিয়া ক্রুডা—	৯৯	ইপিকাকুয়ানহা—	১৪৪
কলচিকাম অটামলেন—	১০০	কেলি বাইক্রোমিকাম—	১৪৫
কলিসোনিয়া ক্যানাডেনসিস—	১০১	কেলি ব্রোমেটাম—	১৪৭
কলোসিন্থিস—	১০২	কেলি কার্বোনিকাম—	১৪৯
কোনিয়াম—	১০৩	ক্যালমিয়া ল্যাটিকোলিয়া—	১৫১
ক্রোকাস স্যাটিভাস—	১০৪	ক্রিয়োজোটাম—	১৫২
ক্রোটেলাস হরিডাস—	১০৫	ল্যাকেসিস—	১৫৪
ক্রোটন টিগলিয়াম—	১০৭	ল্যাক ক্যানিনাম—	১৫৬
কুপ্রাম মেটালিকাম—	১০৮	ল্যাক ডিফ্লোরেটাম—	১৫৯
সাইক্লামেন ইউরোপীয়াম—	১১০	লিডাম প্যালাষ্ট্রে—	১৬০
ডিজিটালিস পারপিউরিয়া—	১১২	লিলিয়ম টিগ্রিনাম—	১৬২
ডায়োস্কোরিয়া ভিল্লোসা—	১১৩	লোবেলিয়া ইনফ্ল্যাট—	১৬৩
ডিপথেরিনাম—	১১৪	লাইকোপোডিয়াম ক্ল্যাভেটাম–	১৬৫
ড্রসেরা রোটান্ডিফোলিয়া—	১১৫	লাইনিস বা লিসিন—	১৬৮
ডালকামারা—	১১৭	ম্যাগ্নেশিয়া কার্ব—	১৭০
ইকইজেটাম হাইমেল—	১১৮	ম্যাগ্নেশিয়া মিউর—	১৭১
ইউপেটোরিয়াম পাফোলিয়েটাম-	১১৯	ম্যাগ্নেশিয়া ফসফোরিকা—	১৭২
ইউফ্রেসিয়া—	১২০	মেডোরিনাম—	১৭৪
ফরাম মেটালিকাম—	১২১	মেলিলোটাস এল্বা—	১৭৯
ফ্লুরিক এ্যাসিড—	১২২	মেনিয়ান্থিস ট্রাইফোলিয়েটা—	১৮০
জেলসিমিয়াম—	১২৩	মারকিউরিয়াস—	১৮০
গ্লোনইন—	১২৫	মারকিউরিয়াস করোসাইভাস—	১৮৩
গ্র্যাফাইটিস—	১২৬	মার্ক-ডালসিস—	১৮৪
হেমামলিস ভার্জিনিকা—	১২৮	মার্কুরিয়াস সায়ানাইড—	১৮৫
হেলেবোরাস নাইগার—	১৩০	মার্ক-প্রটো আয়োড—	১৮৫
হেলোনিয়াস ডায়োইকা—	১৩১	মার্ক-বিন আয়োডাইড—	১৮৬
হিপার সালফ—	১৩৩	মার্কুরিয়াস সলিউবিলিস—	১৮৬
হাইড্রাসটিস ক্যানাডেনসিস—	১৩৬	মার্ক-সালফিউরিয়াস—	১৮৭

ঔষধের নাম	পৃঃ	ঔষধের নাম	পৃঃ
মেজেরিয়াম—	১৮৯	স্যাবাইনা—	২৪২
মিলিফোলিয়াম—	১৯০	স্যাবাডিলা—	২৪৩
মিউরেক্স পারপিউরিয়া—	১৯১	স্যাম্বুকাস নায়াগ্রা—	২৪৩
মিউরিয়াটিক এ্যাসিড—	১৯২	স্যাঙ্গুইনেরিয়া—	২৪৫
ন্যাজা ট্রিপুডিয়ান্স—	১৯৩	স্যানিকিউলা—	২৪৭
নেট্রাম কার্বোনিকাম—	১৯৪	সার্সাপ্যারিল্লা—	২৪৯
নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম—	১৯৫	সিকেলিকর্নুটাম—	২৫০
নেট্রাম সালফিউরিয়াম—	১৯৮	সেলিনিয়াম—	২৫২
নাইট্রিক এ্যাসিড—	২০১	সিপিয়া—	২৫৪
নাক্স মশ্চাটা—	২০৩	সাইলিশিয়া—	২৫৭
নাক্স ভমিকা—	২০৫	স্পাইজেলিয়া—	২৬০
ওপিয়াম—	২০৮	স্পঞ্জিয়া টোষ্টা—	২৬২
পেট্রোলিয়াম—	২১০	ষ্টানাম মেট—	২৬৪
পেট্রোসেলিনাম —	২১১	স্টাফিসেগ্রিয়া—	২৬৫
ফসফরিস এ্যাসিড—	২১২	ষ্ট্র্যামোনিয়াম—	২৬৮
ফসফরাস—	২১৪	সালফার—	২৭০
ফাইসসটিগমা—	২১৭	সালফিউরিক এ্যাসিড—	২৭৩
পোডোফাইলাম—	২১৮	সিম্ফাইটাম—	২৭৪
ফাইটোল্যাক্কা—	২১৯	সিফিলিনাম—	২৭৫
পিকরিক এ্যাসিড—	২২১	ট্যাবাকাম—	২৭৭
প্লাটিনা—	২২২	ট্যারাক্সাকাম—	২৭৯
প্লাম্বাম—	২২৪	ট্যারেন্টুলা—	২৮০
সোরিনাম—	২২৫	টেরিবিন্থিনা—	২৮৪
পালসেটিলা—	২২৯	থেরিডিয়ান কুরসাক্সভিকাম—	২৮১
পাইরোজেন—	২৩২	থ্লাস্পি বার্সা প্যাষ্টোরিস—	২৮৫
র‍্যাটানহিয়া—	২৩৩	থুজা অক্সিডেন্টালিস—	২৮৬
র‍্যানানকুলাস বাল্ব—	২৩৪	ট্রিলিয়াম পেন্ডুলাম—	২৮৯
রিয়ুম—	২৩৫	টিউবারকুলিনাম ব্যাসিলিনাম—	২৯০
রডোডেনড্রন—	২৩৬	ভ্যালেরিয়ানা—	২৯২
রাস-টক্সিকোডেনড্রন—	২৩৭	ভেরিওলিনাম—	২৯৩
রুমেক্স ক্রিসপাস—	২৩৯	ভিরেট্রাম এল্বাম—	২৯৪
রুটা গ্রাভিওলেন্স—	২৪০	ভিরেট্রাম ভিরিডি—	২৯৬
		জিঙ্কাম মেটালিকাম—	২৯৭

ঔষধের নাম	পৃঃ
(ক)	
দ্বিতীয় অধ্যায়	
এ্যাড্রেনালিন—	৩০০
এ্যাড্রেনাল কর্টেক্স সুপ্রারেনাল—	৩০০
এভিয়েরি—	৩০৩
ব্যাসিলিনাম—	৩০৩
ব্যাসিলাস-একনি-এট্-ষ্ট্যাফাইলো—	৩০৫
ব্যাসিলাস নং-৭—	৩০৬
ব্যাসিলাস নং-১০—	৩০৭
ব্যাক ফিকালিস—	৩০৭
ব্যাসিলাস-টাইফোসাস/টাইফয়েডিনাম—	৩০৮
বাউইল অব ডেনিস—	৩০৮
ব্যাসিলিনাম টেষ্টিয়াম—	৩০৮
ব্রুসেল্লা মেলিটেনসিস—	৩০৯
ক্যাষ্টর ইকুই—	৩০৯
ক্লোরাম ফেনিকল—	৩০৯
কর্পাস লুটিয়াম—	৩১১
কর্টিসোন—	৩১১
কোলেষ্টেরিনাম—	৩১২
কার্সিনোসিন—	৩১৩
ডি. এন. এ.—	৩২৫
এল'স সিরাম—	৩১৪
ইলেকট্রিসিটাস—	৩১৫
ইলেকট্রিসিটি—	৩১৫
ইনফ্লুয়েঞ্জিনাম—	৩১৯
ইনসুলিন—	৩২০
ইসকাডর—	৩২০
ইপিহিষ্টেরিনাম—	৩২১
গনোকক্কাস—	৩১৮
হিপ্পোমেনস—	৩১৮
হিপ্পোজেয়িনাম—	৩১৮
ইউরেনিয়াম—	৩৫২

ঔষধের নাম	পৃঃ
ইউরিয়া—	৩৫৩
ল্যাক ফেলিনাম—	৩২১
ল্যাক ভ্যাক্সি—	৩২৩
গ্যালভ্যানিসমাস—	৩২৬
ম্যাগনেটিস-পোলি-আম্বো—	৩২৪
এন্টেরোকক্সিনাম—	৩১৭
হিষ্টামিনাম—	৩২৭
হাইপোথ্যালামাস—	৩২৭
ম্যাগনেটিস পোলাস আর্কটিকাস—	৩২৮
ম্যাগনেটিস পোলাস	৩২৯
অষ্ট্রেলিস-ম্যালানড্রিনাম—	৩৩০
ম্যালেরিয়া অফিসিনালিস—	৩৩২
ম্যামারি গ্ল্যান্ডিনাম—	৩৩৩
মাইক্রোকক্সিনাম—	৩৩৩
মর্বিলিনাম—	৩৩৪
মর্গান—	৩৩৪
মিউকোব্যাকটর—	৩৩৫
মিলট্যাবিলিস ব্যাক—	৩৩৫
কোক্কাল-ফো (প্যাটারসন)—	৩৩৬
ডিসেন্ট্রি-কো—	৩৩৬
নিউমোকক্সিন—	৩৩৭
ওভারি—	৩৩৭
অষ্টিও আর্থাইটিস নোসোড—	৩৩৮
অসিলোকক্সিনাম—	৩৩৮
বোটুলিনাম—	৩৩৯
পালমো-ভালপিস—	৩৩৯
ক্যালকেরিয়া রেনালিস প্রিপেরেটা—	৩৪০
গ্ল্যান্ডুলার ফিভার নোসোড—	৩৪০
অ্যাম্নিলিকার—	৩৪০
প্যারাথাইরয়েড—	৩৪১
প্যারোটিডিনাম—	৩৪১
পেনিসিলিন—	৩৪১

ঔষধের নাম	পৃঃ
পার্টুসিন/ককেলুচিন—	৩৪৩
পিটুইট্যারাম পোষ্টে—	৩৪৩
প্রোটিয়াস—	৩৪৪
রেডিয়াম ব্রোম—	৩৪৫
ফেলটাউরি—	৩৪৬
স্কোফুলেরিয়া নো—	৩৪৭
স্কিরিনাম—	৩৪৭
ষ্টেপটোকক্সিন—	৩৪৭
ষ্ট্যাফাইলোকক্সিন—	৩৪৭
ষ্টেপটোমাইসিন—	৩৪৮
থাইমাস—	৩৪৮
থাইরয়ডিন—	৩৪৯
সাইকোটিক কো—	৩৫০
ভ্যাক্সিনিনাম—	৩৫৫
টাইফোফেব্রিনাম—	৩৫৫
টেষ্টিস—	৩৫৬
আষ্টিলেগো—	৩৫৩
এক্স-রে—	৩৫৬
ট্রাইনাইট্রোটলিয়েন—	৩৫৮

তৃতীয় অধ্যায়

আলফালফা—	৩৬০
আর্টিমিসিয়া—	৩৬০
এবসিন্থিয়াম—	৩৬১
এলেট্রিস ফ্যারি—	৩৬২
এ্যাভেনা স্যাট—	৩৬২
বেলিস পেরে—	৩৬৩
ব্লাটা ওরি—	৩৬৩
সিয়ানোথাস—	৩৬৪
চিনি-আর্স—	৩৬৪
ক্রেটিগাস—	৩৬৫
ইচিনেশিয়া—	৩৬৫
ওলিয়াম-জে—	৩৬৬
প্যাসিফ্লোরা—	৩৬৭
প্ল্যান্টাগো—	৩৬৮
পিওনিয়া—	৩৬৮
রাউলফিয়া—	৩৬৮
সিজিজিয়াম—	৩৬৮
সেনিসিও অরি—	৩৬৯

চতুর্থ অধ্যায়

বিরুদ্ধ লক্ষণ ও তাহাদের ঔষধ—	৩৭১

পঞ্চম অধ্যায়

হোমিওপ্যাথির মণিমুক্ত—	৩৭৮

মেডিক্যাল টার্ম	পৃঃ
আটরী—	১২৩
আর্টিকেরিয়া—	৬৪
ইয়েষ্ট—	১৯৫
ইয়েলো ফিভার—	১০৬
ইমপোটেন্সী—	৭১
ইনটাসসাসসেপসন—	২২৪
ইরিসিপেলাস—	৩৩
ইরিথিমা—	৮০
এ্যাকনে—	১৪৮
এ্যাকনে ভালগারিস—	১৪৯
এ্যালোপেসিয়া এ্যারেটা—	৩০৪
এমফাইসিমা—	২৯
এমপ্রো স্থোটোনাস—	২১৮
এনাসারকা—	১১৩
এনডেমিক—	৯৪
এনজাইনা পেকটোরিস—	৩১
এনসেফালাইটিস	১৮৩
লেথারজিকা-এপিডেমিক—	৯৪

মেডিক্যাল টার্ম	পৃঃ
এপিগ্যাসট্রিক—	৩০৪
এপিগ্লটিস—	১৭৭
এপিলেপ্সী—	৫১
এপিসট্যাক্সিস—	১৮০
এ্যাপথা—	৬৩
এপোপ্লেক্সি—	৬৯
এশিয়াটিক কলেরা—	১১০
এ্যাথেরোমা—	৩০২
এক্সান্থেমেটা—	২৮৩
ওপিস্থোটোনাস—	২১৮
ক্যালাস/কেলাস—	৭৫, ২৭৫
ক্যাপিলারী—	১২৩
কার্টিলেজ—	৪১
কোলাপ্স—	১৭৯
কোরিয়া—	২৯৯
ক্লাইমেকটিরিক—	৯৬
ক্লোরোসিস—	৭৩
ক্রাই-এনসেফালিক—	১৩১
গ্যাংগ্রীন—	১০৭
গ্লীট—	২১২
গ্লোবাস হিষ্টেরিকাস—	১৬০
গয়টার/গলগন্ড—	২৬২
গনোরিয়া—	৬০
গ্রাম নেগেটিভ	৩৫০
ডিপলোকক্কাই-	২৬৬
চ্যালাজিয়েন—	৯২
জন্ডিস—	২১৭
টিটেনাস—	৫৫
টাইফয়েড—	৫৫
টাইফাস—	১৩২
ডায়াবেটিস—	৭০
ডায়াফ্রাম—	৬৬
ডিপথেরিয়া—	

মেডিক্যাল টার্ম	পৃঃ
তামাকের কুফলে	
ঔষধের বিভিন্নতা—	২৭৯
প্যানডেমিক—	৯৪
প্যাপিলা—	৩৭,৫৪
প্যারালিসিস এজিটান্স—	১৮৩
প্যারাফাইমোসিস—	১৮৭
পার্চমেন্ট—	৪৮
পায়োরিয়া এলভিওলারিস-	৩৬৮
প্যাটেলা—	৭৯
পেরিনিয়ম—	৭৮, ২১১
পেরিঅষ্টাইটিস—	২৪০
পেরিষ্টালটিক মোশন—	৩৩
পলিপাস—	২৪৭
প্লুরোথোটোনাস—	২১৮
প্রিকর্ডিয়াল রিজিয়ন—	৩০৪
প্রসোপ্যালজিয়া—	২৬২
প্রসোপোডাইনিয়া—	২৬২
ফেলন—	৩৩
ফিশ্চুলা—	৬১
ফ্লেবাইটিস—	২৩
ফাইমোসিস—	১৮৭
ফাইসোমেট্রা—	৬৬
বেডসোর—	১২৩
ব্রাইটস ডিজিজ—	১১৩
ভেগাস নার্ভ—	২৭৭
ভেন—	১২৩
ভেরিওলা—	৮৬
ম্যারাসমাস—	৪৮
ম্যাষ্টয়েড প্রসেস—	৮১
মেনিনজাইটিস—	৪৫
মর্নিং সিকনেস—	১২৮
মোটর নার্ভ—	১২৩

মেডিক্যাল টার্ম	পৃঃ	মেডিক্যাল টার্ম	পৃঃ
মিউকাস মেমব্রেন—	৪০	সিনকোপ—	১১৩
র‍্যানুলা—	২৭	সিরাস মেমব্রেন—	৪০
রেকটাম—	৪৬	সিরোসিস—	৪০
লিমফ্যাটিক—	৩৪	সিষ্টাইটিস—	২৮৩
স্করবুটিক—	১৫৩	সোমনামবুলিজম—	৩৬১
স্মল অব ব্যাক—	২৩৭	হ্যামষ্ট্রিং—	৩০
ষ্ট্র্যাঙ্গুরী—	২৮৪	হাইড্রোজেনয়েড—	৩৬
ষ্টাই—	২৩১	হাইড্রোফোবিয়া—	১৬৯
সায়ানোসিস—	৮৩	হাইড্রোথোরাক্স—	১৮৮
সায়াটিকা—	১০২	হাইপোকনড্রিয়াক—	৩২
সানষ্ট্রোক—	১২৬	হার্নিয়া—	১৬৭
সেন্টিয়েন্ট নার্ভ—	৭৭	হার্পিস—	১৩৫
সেরুমেন—	৩৫১	হুপিং-কাফ—	১১৭

এব্রোটেনাম (Abrotanum)

[সাউদার্নউড নামক বৃক্ষ]

কোষ্ঠকাঠিন্য ও উদরাময় পর্যায়ক্রমে হয়। ভুক্তদ্রব্য হজম হয় না—সেইরূপ উদরাময়।

বিশেষতঃ পায়ের দিকে শুষ্কতা সহ শিশুদের পূঁয়ে পাওয়া রোগ (আইওডি, স্যানিকি, টিউবার); দেহের চামড়া থলথলে, ভাঁজে-ভাঁজে ঝুলে থাকে (ঐ অবস্থা ঘাড়ে = নেট্‌মিউ; স্যানিকি) পূঁয়ে পাওয়া (শিশুর), দুর্বল ঘাড়, মাথা সোজা করে রাখতে পারে না (ইথুজা) কেবলমাত্র নিম্নাঙ্গের শীর্ণতা।

ক্ষুধা—রাক্ষুসে, ভাল আহার সত্ত্বেও শরীর অপুষ্ট হতে থাকে (আইওডি, নেট্-মিউ, স্যানিকি, টিউবার)।

খালধরা অথবা শূলবেদনার পর, হাত পায়ের যন্ত্রণাপূর্ণ কুঞ্চন।

বাতরোগ—আক্রান্ত অঙ্গ ফুলে যাওয়ার আগেই অত্যন্ত যন্ত্রণা, হঠাৎ অবরুদ্ধ উদরাময় বা অন্য কোন স্রাব বন্ধ হয়ে বাত; অর্শরোগ বা আমাশয়ের সাথে পর্যায়ক্রমে বাতরোগ।

গেঁটেবাত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্ধি—আড়ষ্ট, স্ফীত এবং সূঁচবেঁধানো যন্ত্রণা, হাতের কব্জি ও পায়ের গোড়ালিতে ব্যথা ও প্রদাহ, সমস্ত শরীরে ক্ষতবৎ অত্যন্ত বেদনা। শীতকালীন চুলকানিযুক্ত চর্মে লাল আভাযুক্ত প্রদাহ। (এগারি) অত্যন্ত দুর্বল ও অবসন্ন, শিশুদের শরীরের ক্ষয়কারী জ্বর-শিশু দাঁড়াতে পারে না।

শিশু বদমেজাজী, ক্রুদ্ধ, খিটখিটে, হতাশাযুক্ত, উগ্র, নিষ্ঠুর-নির্দয়, নির্মম কিছু করতে চায়।

মুখের আকৃতি বুড়োদের মত, ফ্যাকাসে, কোঁচকানো (ওপি)।

সম্বন্ধ—ছোট ছোট (সংযুক্ত) ফোঁড়ায় হিপারের পরে, প্লুরিসি রোগে একোন, ব্রায়ো, প্রয়োগের পর যখন আক্রান্ত পার্শ্বে একরকম চাপবোধের জন্য শ্বাসকার্যে বাধা আসে, তখন উপযোগী।

শক্তি—৬, ৩০, ২০০।

এসেটিক এসিড (Acetic Acid) $C_4H_3O_2$

[ভিনিগার জাতীয় অম্ল]

ফ্যাকাশে, শীর্ণ ব্যক্তি, যাদের পেশী শিথিল, থলথলে, মুখমন্ডল বিবর্ণ, মোমের মত (ফেরাম্)।

রক্তস্রাব—দেহের প্রতিটি শ্লৈষ্মিক (Mucous) ঝিল্লীযুক্ত পথ যেমন—নাক, গলা, ফুসফুস, পাকস্থলী, অন্ত্র, জরায়ু হতে (ফেরাম, মিলিফো), অতিরিক্ত রজোস্রাব জরায়ু থেকে, বিকল্প ঋতুস্রাব (Vicarious); আঘাত জনিত নাক হতে রক্তস্রাব (আর্নিকা) হলে উপযোগী।

শিশুদের পূঁয়ে পাওয়া ও শরীরের অন্য ক্ষয়কারী রোগ (এব্রোটে, আইওডি, স্যানিকি, টিউবার)।

দারুণ অবসন্নতা—আঘাতের পর (এসিড-সালফ); অস্ত্রোপচারের পরে মানসিক শক্ হলে; অনুভূতিলোপকারক ওষুধ প্রয়োগের পরে।

তৃষ্ণা—প্রচুর, জ্বালাকারী, শোথরোগে, বহুমূত্ররোগে ও পুরাতন উদরাময়ে প্রচুর জলপানেও তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। জ্বরে কিন্তু পিপাসা থাকে না।

গর্ভাবস্থায়—টক উদ্গার ও বমন, গলা বেয়ে জলীয় পদার্থ ওঠে যাতে গলাবুক জ্বালা করে এবং দিনরাত্রি সবসময় প্রচুর লালাস্রাব (ল্যাকটিক এসি,—লালাস্রাব রাত্রে বাড়ে—মার্কসল)।

উদরাময়—প্রচুর দুর্বলতা আনে; অত্যন্ত পিপাসাসহ;—শোথ রোগে, টাইফাস জ্বরে, যক্ষ্মারোগে—সাথে নিশাঘর্ম থাকে।

প্রকৃত ক্রুপ—শ্বাসক্রিয়ায় সাঁইসাঁই শব্দ, কাঁশি—শ্বাসগ্রহণকালে (স্পঞ্জিয়া); শেষ অবস্থায় প্রযোজ্য।

সিডার ভিনিগারের বাষ্প গ্রহণহেতু ক্রুপকাশি ও সাংঘাতিক ডিপথেরিয়া রোগে সাফল্য পাওয়া গেছে। চিৎ হয়ে ঘুমাতে পারে না (চিৎ হয়ে ভাল ঘুমায়—আর্স); শ্বাসকষ্ট—উদরে শূন্যতাবোধ সহ; উপুড় হয়ে শুলে আরাম পায় (এমন-কার্ব)।

একটানা ক্ষয়কারী জ্বর, চামড়া শুকনো এবং গরম, বাঁ-গালে লাল লাল দাগ এবং নৈশঘর্মে সমস্ত দেহ ভিজে যায়।

সম্বন্ধ—অনুভূতিলোপী বাষ্পের (এমিল-নাই); কয়লা বা গ্যাসের ধোঁয়ার; ওপিয়াম ও ষ্ট্র্যামোনিয়ামের দোষঘ্ন, সিডার ভিনিগার কার্বলিক এ্যাসিডের ক্রিয়ানাশক।

ভাল খাটে—রক্তস্রাবে সিঙ্কোনার পর; শোথরোগে ডিজিটালিসের পরে।

ইহা আর্নিকা, বেল, ল্যাকে ও মার্কসলের লক্ষণসমূহ বিশেষতঃ বেলেডোনা হতে উৎপন্ন শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি করে।

শক্তি—৩, ৬, ৩০, ২০০।

একোনিটাম্ নেপেলাস (Aconitum Napellus)

[মঙ্কস্হুড নামক লতা] (রানানকুলাসি)

যুবক-যুবতীদের বিশেষতঃ বালিকাদের (যুবতী), যাহারা পূর্ণ রক্তপ্রধানধাতু বিশিষ্ট এবং অলসভাবে সময় কাটায়; আবহাওয়ার পরিবর্তনে সহজেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, যাদের চুল এবং চোখের তারা কাল ও দৃঢ় পেশীতন্তুর অধিকারী, সাধারণতঃ তাদের তরুণ ও তীব্র রোগে উপযোগী।

রোগের উৎপত্তি—শুকনো ঠান্ডা বাতাসে, শুকনো উত্তর বা পশ্চিমা বাতাস লেগে, অথবা ঘর্মাবস্থায় ঠান্ডা বায়ু (প্রবাহ) শরীরে লেগে, ঘর্ম অবরোধ হয়ে তার কুফলে।

ভয় অত্যধিক এবং মানসিক উদ্বেগ তৎসহ অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা; (ঘরের) বাইরে যেতে, উত্তেজনাপূর্ণ কোন স্থানে জনতার (ভীড়ের) মাঝে যেতে, রাস্তা পার হতে (যে স্থানে অনেক গাড়ীঘোড়া, লোকজন আছে সেই রাস্তায়) ভয় পায়।

মুখের অভিব্যক্তি ভীতিপ্রদর্শক; ভয়ে জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে; নিশ্চিতভাবে মনে করে তাহার রোগটি সাংঘাতিক; মৃত্যুর দিন সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করে বসে; গর্ভাবস্থায় মৃত্যুভয়ে ভীত হয়।

অস্থির এবং উদ্বিগ্ন, সবকিছুই তাড়াতাড়ি করতে চায়; বারেবারে অবশ্যই স্থান পরিবর্তন করে; সবকিছুতেই চমকে ওঠে।

বেদনা—অসহ্য, তাকে উন্মাদগ্রস্ত করে তোলে; বেদনায় অস্থির হয়, রাত্রে বেদনা (বৃদ্ধি)।

হ্যানিম্যান বলেন ঃ "হোমিওপ্যাথিক মতে একোনাইট নির্বাচন কালে সর্বোপরি মানসিক লক্ষণগুলি লক্ষ্য রাখিবে, সাবধান যেন উহা (রোগলক্ষণের) সদৃশ হয়—মানসিক ও দৈহিক উদ্বেগ, অস্থিরতা এবং কিছুতেই শান্ত হয় না—এরূপ অবস্থা বর্তমান আছে কি না লক্ষ্য রাখতে হয়।"

অতি তুচ্ছ অসুখেও এই মানসিক উৎকণ্ঠা, উদ্বিগ্নতা এবং ভয় বর্তমান থাকে।

গান বাজনা অসহ্য মনে হয়, রোগিনী বিষণ্ন হয়ে পড়ে। (ঋতুকালে সঙ্গীত সহ্য হয় না = স্যাবাইনা; নেট কার্ব) আধশোয়া অবস্থা হতে উঠে বসলে লালচে মুখ মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে যায় অথবা মূর্চ্ছা আসে, মাথা ঘুরে পড়ে যায় আবার উঠে বসতেও ভয় হয়; এছাড়া কখনও কখনও এর সাথে দৃষ্টিলোপ হয় এবং অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

রক্তপ্রধানা যুবতীদের রজঃলোপ; ভয় পাইয়া রজঃলোপ; একোনাইটে রজঃরোধ দূর হয়।

স্থানিক (Local) অবস্থায় আগে প্রদাহের রক্তসঞ্চয় অবস্থায় উপযোগী।

জ্বর—চর্ম শুষ্ক ও উত্তপ্ত, মুখমন্ডল লালাভ অথবা পর্যায়ক্রমে ফ্যাকাশে ও লাল; অত্যধিক পরিমাণে ঠাণ্ডা জল পান করার জ্বালাকর পিপাসা; অত্যন্ত স্নায়বিক অস্থিরতা, যন্ত্রণায় এদিক ওদিক করতে থাকে—এইভাব সন্ধ্যায় ও ঘুমাতে যাবার সময় অসহ্য হয়ে ওঠে।

তড়কা—শিশুর দন্তোদ্গমকালে,—উত্তাপ, উৎক্ষেপ একদিকের পেশীতে ঝাঁকানি দেয়, শিশু তাহার হাতের মুঠো কামড়ায়, খিটখিটে ভাব প্রকাশ করে, চিৎকার করে; গাত্রচর্ম শুষ্ক ও উত্তপ্ত, তার সাথে প্রবল জ্বর।

কাশি—ক্রুপ—শুষ্ক, স্বরভঙ্গ হয়, শ্বাসরোধ মত হয়, উচ্চশব্দযুক্ত, কর্কশ, ব্যাঙের আওয়াজের মত, কঠিন, খনখনে, শীষ দেওয়ার মত—এইরূপ শ্বাসত্যাগকালে (কষ্টিকাম) [ঐরূপ শ্বাসগ্রহণকালে—স্পঞ্জিয়া]। শুষ্ক ঠাণ্ডা বায়ুতে অথবা প্রবল বায়ুপ্রবাহে কাশির উৎপত্তি হইলে ব্যবহার হয়।

শুধুমাত্র জ্বর দমন করার জন্য একোনাইট প্রয়োগ করা উচিৎ নয় এবং এই উদ্দেশ্যে অন্য কোন ঔষধের সাথে পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করা উচিৎ নয়। একোনাইটের ক্ষেত্র হলে অন্য কোন ঔষধের প্রয়োজন হবে না—একোনাইটই সেই রোগ সারাবে।

উত্তেজক কারণ নির্দেশ ছাড়া টাইফয়েড জ্বরের প্রাথমিক অবস্থায় প্রায় সর্বদা ইহার প্রয়োগ ক্ষতিকারক হয়।

বৃদ্ধি—সন্ধ্যায় ও রাত্রে বেদনা অসহ্য মনে হয়; গরম ঘরে, বিছানা হতে উঠে বসলে; আক্রান্ত পার্শ্বে চেপে শুলে (হিপার, নাক্স-মস)।

উপশম—খোলা বাতাসে (এলুমি; ম্যাগ-কা; পালস্; স্যাবাইনা)।

সম্বন্ধ—জ্বর, নিদ্রাহীনতা ও অসহ্য বেদনাবোধ লক্ষণে কফিয়া অনুপূরক। আঘাতে আর্নিকা অনুপূরক; সালফার সকল অবস্থায় অনুপূরক। যে সকল জ্বরে উদ্ভেদ দেখা দেয় তাহাতে কদাচিৎ উপযোগী।

একোনাইট সালফারের তরুণ অবস্থায় উপযোগী, তরুণ প্রদাহে উহা একোনাইটের পূর্বে ও পরে উভয় সময়েই ব্যবহৃত হয়।

শক্তি—১x, ৩x, ৩০, ২০০, ১ এম।

"পুরাতন অবস্থায় মানসিক অবস্থায় বর্তমানে উচ্চশক্তি ফলপ্রদ"—ন্যাশ (টেস্ট্রিমনি অফ দি ক্লিনিক)।

এ্যাকটিয়া রেসিমোসা (Actea Racemosa)

(ব্ল্যাক কোহোস-গুল্ম) (সিমিসিফুগা)

সন্তান জন্মের পরবর্তীকালে সূতিকা হয়ে উন্মত্ততা; মনে করে সে পাগল হয়ে যাবে। (তুলনীয়—সিফিলিন্); নিজেকে আঘাত করতে চায়। স্নায়ুশূল কমে গিয়ে উন্মত্ততা প্রকাশ পায়)

অনুভূতি—(মানসিক) ঃ যেন (জমাট বাধা) ভারী কাল মেঘ তাকে ঢেকে ফেলেছে এবং মাথাকে এমনভাবে আবৃত করেছে যেন সমস্ত কিছুই অন্ধকার এবং কোন কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।

চেয়ারের নীচ হতে একটি ইঁদুর দৌড়ে গেল—এরূপ ভ্রান্ত অনুভূতি। চোখের পাতার স্নায়ুশূল ঃ অক্ষিগোলকে কামড়ান, তীরবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা যাহা মস্তকের শঙ্খস্থান (Temples), শীর্ষদেশ, পেছনদিকে, চোখের কোটর অবধি বিস্তৃত হয় এবং সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলে বাড়ে এবং শুলে কমে।

জরায়ু অথবা ডিম্বকোষ (ovary) সম্বন্ধীয় রোগ লক্ষণ হতে উদ্ভূত হৃদরোগ। হৃদপিন্ডের ক্রিয়া হঠাৎ থেমে যায়, দমবন্ধের মত অবস্থা হয়; সামান্য সঞ্চালনে বুক ধড়ফড় করে (ডিজিটা)।

ঋতুস্রাব—অনিয়মিত, দুর্বলতা আনে (এলুমি, ককুলাস), মানসিক উত্তেজনা, ঠান্ডা লেগে, জ্বর হয়ে ঋতুস্রাব বিলম্বিত অথবা অবরুদ্ধ হয়। তৎসহ কোরিয়া রোগ, হিষ্টিরিয়া অথবা উন্মত্ততা প্রকাশ পায়। এই সময় মানসিক লক্ষণগুলো বাড়ে।

আক্ষেপ—হিষ্টিরিয়া অথবা এপিলেপটিক; জরায়ুপীড়া হতে উদ্ভূত। ঋতুকালে বাড়ে, কোরিয়া রোগ বাঁদিকে বৃদ্ধি হয়।

বাম স্তনের নিম্নদিকে প্রচন্ড বেদনা (অষ্টিলেগো)।

ডিম্বাধান (ovary) অথবা জরায়ুপীড়ার সাথে দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিদুৎবৎ বেদনা অথবা জরায়ুস্থানে বেদনা তীরের মত এক দিক হতে অন্য দিকে যায়।

গর্ভাবস্থায়—গা বমি বমিভাব, অনিদ্রা, অলীক প্রসববেদনা, তলপেটে আড়াআড়ি ভাবে তীক্ষ্ম বেদনা; তৃতীয় মাসে গর্ভপাত (স্যাবাইনা)।

প্রসবকালে—প্রথমাবস্থায় শরীর কাঁপতে থাকে, স্নায়বিক উত্তেজনায় খিচুনি হয়; জরায়ুমুখ কঠিন; তীব্র আক্ষেপিক বেদনা যাহা ক্লান্তিকর এবং যাহা সামান্য গোলমালে বৃদ্ধি পায়।

প্রসবান্তে—কুঁচকি স্থানে ভ্যাদাল ব্যথা।

গর্ভাবস্থায় শেষ মাসে প্রয়োগ হলে প্রসববেদনার স্থিতিকাল কম হয়—যদি লক্ষণানুযায়ী দেওয়া হয়, (কলোফা, পালস্)।